তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬১৪

**স্পেনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের ইউনিভার্সিটি দে স্যান্টিয়াগো দে কোম্পোস্টেলা পরিদর্শন**

মাদ্রিদ (স্পেন), ৪ জুন :

স্পেনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ সারওয়ার মাহমুদ সম্প্রতি দেশটির ইউনিভার্সিটি দে স্যান্টিয়াগো দে কোম্পোস্টেলা পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি ইউনিভার্সিটি দে স্যান্টিয়াগো দে কোম্পোস্টেলার উদ্যোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনী ‘দেয আনোস এন ঢাকা’র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

এ সময় রাষ্ট্রদূত বলেন, ১৯৭২ সালে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপনের পর থেকে বাংলাদেশ এবং স্পেন সমআদর্শ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, এই দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আগামীতে আরো জোরদার হবে। রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের তুলনামূলক বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ, সাশ্রয়ী শ্রমমূল্য, ট্যাক্স অবকাশ, বন্দর সুবিধা এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষণীয় বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে নতুন ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের তথ্য তুলে ধরেন। তিনি স্প্যানিশ স্বনামধন্য রিটেইল প্রতিষ্ঠান ইন্ডাটেক্সসহ অন্যান্য স্প্যানিশ কোম্পানিকে বাংলাদেশে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা অন্বেষণের আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশের বিদ্যুৎ, জ্বালানি শক্তি, জাহাজ নির্মাণ, গৃহায়ন, শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, টেলিযোগাযোগ, আইসিটি এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে স্প্যানিশ বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন।

রাষ্ট্রদূত তার বক্তব্যে ২০২১ সালের ডিসেম্বর অবধি অনুষ্ঠিতব্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন এবং একই বছরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের কথা তুলে ধরেন। তিনি এই বৈশ্বিক মহামারির মধ্যেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশের জনগণের অদম্য সাহস এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ভিশন ২০২১, ভিশন ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর উপরে আলোকপাত করেন।

#

মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬১৩

**জাতির পিতার আদর্শে দেশ গঠনে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে**

**-- গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ময়মনসিংহ, ২১ জ্যৈষ্ঠ (৪ জুন) :

গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে দীক্ষিত হয়ে দেশের প্রত্যেক নাগরিককে দেশ গঠনে এগিয়ে আসতে হবে। নিজ নিজ ক্ষেত্রে দক্ষতা ও যোগ্যতার সবটুকু দিয়ে দেশ ও দেশের মানুষের সেবা করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ময়মনসিংহের ফুলপুর পৌরসভা মিলনায়তনে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু আজীবন মানুষের সেবা করেছেন। মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি, ভাষা সৈনিক এম শামসুল হক, আমার রাজনৈতিক শিক্ষক ও জন্মদাতা পিতা বঙ্গবন্ধুর সেই আদর্শ বাস্তবায়নে আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। সে সার্থক প্রচেষ্টার স্বীকৃতি স্বরূপ জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার তাঁকে একুশে পদকে ভূষিত করেছেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়ন তথা দেশ ও দেশের মানুষকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁর গৃহীত সকল কার্যক্রম সফল করতে সবাইকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

ফুলপুর পৌরসভার নবনির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলরগণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা জনগণের সেবক। জনগণ তাদের সেবা করার জন্য আপনাদেরকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন। আপনাদের সকল কাজকর্ম বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত এবং জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হতে হবে। তবেই জাতির পিতার আদর্শের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সকল কর্মসূচি সফল করা তথা একটি সুখী-সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব হবে।

ফুলপুর পৌরসভার নবনির্বাচিত মেয়র শশধর সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পৌরসভার নির্বাচিত সদস্যগণ, ফুলপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও এর বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

সিদ্দিকী/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬১২

**আগামীকাল বিশ্ব পরিবেশ দিবস**

ঢাকা, ২১ জ্যৈষ্ঠ (৪ জুন) :

আগামীকাল বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এ উপলক্ষে ‘মুজিববর্ষে অঙ্গীকার করি, সোনার বাংলা সবুজ করি’ প্রতিপাদ্যে এবারের জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২১ উদযাপন করা হবে। বাংলাদেশকে সবুজে শ্যামলে ভরিয়ে দিতে এ স্লোগান মুজিববর্ষে বৃক্ষরোপণের অঙ্গীকার সর্বস্তরের জনসাধারণকে উজ্জীবিত করবে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাণী প্রদান করেছেন। জনগণের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে পরিবেশ অধিদপ্তর ও বন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মসূচিসমূহের বহুল প্রচারের জন্য বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকল মোবাইল ফোন অপারেটরের মাধ্যমে গ্রাহকদের নিকট ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থান, স্থাপনা ও সড়কে ব্যানার, ফেস্টুন স্থাপন করে পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরে মানুষকে গাছ লাগাতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

অপরদিকে, জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) এর ঘোষণা অনুযায়ী ‘Ecosystem Restoration (প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার, হোক সবার অঙ্গীকার)’ প্রতিপাদ্যে এবং ‘Join# Generation Restoration (প্রকৃতি সংরক্ষণ করি, প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করি)’ স্লোগানে সমগ্র পৃথিবী এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে উপলক্ষ করে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্ম প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে সরকার প্রত্যাশা করে।

#

দীপংকর/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬১১

**বিজ্ঞান চর্চায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তুলতে শিক্ষামন্ত্রীর আহ্বান**

ঢাকা, ২১ জ্যৈষ্ঠ (৪ জুন) :

শুধু পাঠ্যবইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। তিনি আজ ১১তম বাংলাদেশ জাতীয় ফিজিক্স অলিম্পিয়াডের সমাপনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, ‘জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সারাদেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয় পাঠ্যসূচির মধ্যে থাকবে আমরা সেটি পড়ব, মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় লিখবো, ভালো নম্বর পাবো আর আমাদের বহু বাবা-মা গর্ববোধ করবেন যে, আমার সন্তানরা ভালো শিখছে। সে জায়গা থেকে বেরিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীদের সত্যিসত্যি বিষয়গুলোকে নিয়ে চর্চা করা, বুঝতে পারা, এই বিষয়ের মধ্যে যে আনন্দ আছে সেটা উপভোগ করা প্রয়োজন। ফিজিক্স অলিম্পিয়াড সেটি তৈরি করেছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যত রকম ঘাটতি ও বৈকল্য আছে সেগুলোকে চিহ্নিত ও দূর করার ক্ষেত্রে অলিম্পিয়াডগুলোর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।’

দীপু মনি বলেন, ‘আমরা একেবারেই যে শ্রেণিকক্ষে আনন্দ দেখতে পাই না তা নয়, তবে যে রকম আনন্দ দেখতে চাই সে রকমটা পাই না। পড়াশোনা মানেই ভয়, পরীক্ষা, চাপ, জিপিএ-ফাইভ নিয়ে উন্মাদনা বাবা-মায়েদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা, মনে হয় অসুস্থ প্রতিযোগিতা। কিন্তু সারা পৃথিবীতে যত সফল মানুষ রয়েছেন, তারা পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে সফল হয়েছেন, এটি মনে করার কারণ নেই। বহু মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক কোনো পরীক্ষা দেননি। তার মানে এই নয় যে আমাদের শিক্ষার্থীদের ক্লাসের দরকার নেই। তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই ভালো মানুষ হবে, মুক্তবুদ্ধির চর্চা করবে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা করবে। যার যে বিষয়ে ভালো লাগে সে বিষয় চর্চা করবে। নিজের জীবনে যেখানে শিক্ষা প্রয়োগ করা দরকার, করবে। শিক্ষায় চাপাচাপি, উৎকণ্ঠা, নিরানন্দ শিক্ষা থেকে আমাদের উত্তরণ প্রয়োজন।’

বিজ্ঞান চর্চায় শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘আজ আমরা সত্যেন বোসের নাম শুনলাম। তোমাদের মধ্যে অনেক সত্যেন বোসকে খুঁজে পেতে চাই আমরা। বড় বড় সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী খুঁজে পেতে চাই।’

#

খায়ের/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২১২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬১০

**শ্রমিকদের অধিকার, সৌহার্দ্যপূর্ণ শিল্প সম্পর্ক এবং**

**কোভিড-১৯ মুক্ত বিশ্ব গড়তে একসাথে কাজ করতে হবে**

**-- শ্রম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ জ্যৈষ্ঠ (৪ জুন) :

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করতে, সৌহার্দ্যপূর্ণ শিল্প সম্পর্ক এবং কোভিড-১৯ মুক্ত বিশ্ব গড়তে বিশ্বের সকল দেশকে একসাথে কাজ করতে হবে। আমাদের নতুন করে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, অভিবাসন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতে বৈঠকে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো এ বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। ন্যাম শ্রমমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের ঘোষণাপত্রে এর ইতিবাচক প্রভাব থাকবে।

চলমান আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনের ১০৯তম অধিবেশনের সাইডলাইনে আয়োজিত আজ ন্যাম সদস্যভুক্ত দেশগুলোর শ্রম মন্ত্রী পর্যায়ের ভার্চুয়াল বৈঠকে শ্রম প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আইএলও এর উচিত শোভন কর্মপরিবেশ এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতে জোরালোভাবে সাড়া দেয়া। ভালো ফলাফলের জন্য যে কোন বৈশ্বিক নীতিতে অবশ্যই কোনো দেশের নির্দিষ্ট প্রয়োজনকে সম্মান করতে হবে। সেই সাথে জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসন ঝুঁকি মোকাবেলায় আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। প্রতিমন্ত্রী সম্প্রতি ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইলের বর্বরোচিত হামলার তীব্রভাবে নিন্দা জানান। তিনি ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা, স্বার্বভৌমত্ব এবং টেকসই ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কেউ পিছিয়ে থাকবে না, এই চেতনায় এগিয়ে যাবার জন্য সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় করোনা মহামারি মোকাবেলা করে বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান বজায় রাখতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৩১ দফা নির্দেশনাসহ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন।

ভার্চুয়াল এ বৈঠকে বিশ্বের ১৫টি দেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

#

আকতারুল/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬০৯

**সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণে কাজ করছে**

**-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ জ্যৈষ্ঠ (৪ জুন) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণে কাজ করছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পশ্চাৎপদ মানুষের নিকট মায়ের মমতা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন। তিনি নিজের জন‍্য নয়, দেশের মানুষের উন্নয়নের জন‍্য কাজ করছেন। দেশ গঠনে প্রধানমন্ত্রী বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ‍্যখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর সেগুন বাগিচায় জুমবাংলা ইয়ুথ ফাউন্ডেশন আয়োজিত গ্রীষ্মকালীন ফল উৎসবে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাঝে ফল বিতরণ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাঁর নেতৃত্বেই সবাই মিলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সোনার বাংলা নির্মাণ করব।

জুম বাংলাদেশের সভাপতি রুহুল আমিন সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব‍্য রাখেন অতিরিক্ত ডিআইজি মোঃ মনিরুজ্জামান, র‍্যাব-৪ এর পরিচালক মোঃ মোজাম্মেল হক, সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা মোঃ খালেদ হুসাইন এবং সহসভাপতি জেরিন সুলতানা।

অনুষ্ঠানে দেড়শতাধিক সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে ৯ ধরনের ফলের প‍্যাকেট প্রদান করা হয়। সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করে।

#

জাহাঙ্গীর/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬০৮

**উৎপাদন বাড়িয়ে চা রপ্তানি বৃদ্ধি করা হবে**

**-- বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ জ্যৈষ্ঠ (৪ জুন) :

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম বাঙালি হিসেবে চা বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্বভার গ্রহণ করাটা ছিল একটি ঐতিহাসিক বিষয়। ১৯৫৭ সালের ৪ জুন বঙ্গবন্ধু চা বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়ায় সরকার ৪ জুন জাতীয় চা দিবস উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চা বোর্ডের চেয়াম্যানের দায়িত্ব নিয়ে বঙ্গবন্ধু চা শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন এবং চা শ্রমিকদের কল্যাণে অনেক কাজ করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতার বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে চা উৎপাদন বৃদ্ধির নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ১৯৯৬ সালে দেশের উত্তরাঞ্চলের পঞ্চগড়ে চা উৎপাদন শুরু হয়েছে। সেখানে চা উৎপাদন করে চাষীগণ লাভবান হচ্ছেন। ঠাকুরগাঁও ও লালমনিরহাটেও চা উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে সমতল ভূমিতেও চা উৎপাদন হচ্ছে এবং দিন দিন চা উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাণিজ্যমন্ত্রী আজ ঢাকায় ওসমানী মিলনায়তনে ‌‌‌‌ Ôপ্রথম জাতীয় চা দিবস-২০২১' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।‌ ‌‌‌

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, চা বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় রপ্তানি পণ্য। নতুন চা উদ্ভাবন করে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাস্তবমুখী বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় বেড়েছে, এখন গ্রামের মানুষও নিয়মিত চা পান করেন। তিনি বলেন, চায়ের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকার বিস্তারিত কর্মসুচি গ্রহণ করেছে। চায়ের উৎপাদন বাড়িয়ে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব। ২০১৯ সালে দেশের ১৬৭টি চা বাগানে চায়ের উৎপাদন ছিল ৯৬ দশমিক ০৭ মিলিয়ন কেজি। এর মধ্যে রপ্তানি হয়েছে শূন্য দশমিক ৬০ মিলিয়ন কেজি চা। ২০২০ সালে উৎপাদন ছিল ৮৬ দশমিক ৩৯ মিলিয়ন কেজি, আর রপ্তানি হয়েছে ২ দশমিক ১৭ মিলিয়ন কেজি চা। অথচ ২০১১ সালে দেশের মোট চা উৎপাদন হতো মাত্র ৫৯ দশমিক ১৩ মিলিয়ন কেজি।

‌‌‌‌‌ অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমেদ বলেন, চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশে চায়ের উৎপাদনও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার দেশে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সবধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে। চা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকরা অনেক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন। দেশে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধির আরও সুযোগ রয়েছে। চা শিল্পের উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় করে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করলে চা উৎপাদন বাড়বে। এতে করে চা শিল্প আরো বিকশিত হবে।

পরে প্রধান অতিথি বাণিজ্যমন্ত্রী ও বিশেষ অতিথি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী চা প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। এ সময় ‘বঙ্গবন্ধু ও চা শিল্প’ শীর্ষক লেজার শো প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী চায়ের উন্নতজাতের ক্লোন বিটি-২২ ও বিটি-২৩ আনুষ্ঠানিকভাবে অবমুক্ত করেন।

বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন, বাংলাদেশ টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোঃ জহিরুল ইসলাম, এফবিসিসিআই’র প্রেসিডেন্ট মোঃ জসিম উদ্দিন, বাংলাদেশীয় চা সংসদের সভাপতি এম শাহ আলম, টি ট্রেডার্স এসোসিয়েশন অভ্‌ বাংলাদেশের সভাপতি শাহ মঈন উদ্দীন হাসান।

#

বকসী/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬০৭

**আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দমন কাঠামোর মূল দুর্বলতা চিহ্নিত করতে হবে**

**-- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ জ্যৈষ্ঠ (৪ জুন) :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, আধুনিক দুর্নীতি প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দমন কাঠামোর মূল দুর্বলতা এবং ফাঁক-ফোকরগুলোকে অবশ্যই চিহ্নিত করতে হবে। পাশাপাশি দুর্নীতি প্রতিরোধে নতুন ও উদ্ভাবনী পন্থা অবলম্বন করতে হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাতিসংঘ সিস্টেমের মধ্যে একটি বিস্তৃত সমন্বিত পদ্ধতির প্রয়োজন বলেও মনে করেন তিনি।

গতরাতে (৩ জুন) জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে দুর্নীতি বিরোধী সাধারণ আলোচনায় সম্প্রচারিত প্রি-রেকর্ডেড ভিডিও বক্তব্যে এসব কথা বলেন আইনমন্ত্রী। নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদরদপ্তরে ২-৪ জুন তিন দিনব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী এ আলোচনা চলছে।

মন্ত্রী বলেন, ২০৩০ সালের এজেন্ডা বাস্তবায়ন এবং আমাদের টেকসই ভবিষ্যতের জন্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য নারী ও যুবক-যুবতীসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে পুরো সমাজে একটি সমন্বিত পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, অবৈধ আর্থিক প্রবাহসমূহ রোধ এবং বাজেয়াপ্ত সম্পদগুলো পুনরুদ্ধার ও ফিরিয়ে আনা গেলে তা কার্যকর সম্পদ সংস্থান এবং এসডিজি বাস্তবায়নে অবদান রাখতে পারে। কিন্তু অতীতে হতাশার সাথে পর্যবেক্ষণ করা গেছে যে, জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন (ইউএনসিএসি) এর সুস্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও সম্পদ পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়াগুলোতে বাড়তি কিছু বাধা রয়েছে। এসব বাধা দূর হওয়া উচিত। প্রয়োজনে, এই কনভেনশনের অধীনে সম্পদ পুনরুদ্ধার বিষয়ক একটি অতিরিক্ত প্রটোকলের সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

ইউএনসিএসি-র কার্যকর বাস্তবায়নের বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরে আনিসুল হক বলেন, দুর্নীতি প্রতিরোধ, ফৌজদারি আইন, দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য অধিকার, হুইসেল ব্লোয়ার সুরক্ষা, মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধ, ফৌজদারি বিষয়গুলোতে পারস্পরিক আইনি সহায়তা, বহিঃসমর্পণ, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ও ট্রান্সন্যাশনাল অপরাধ প্রতিরোধসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সরকার জাতীয়ভাবে আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ দুর্নীতি প্রতিরোধে সুশাসন ও জনসচেতনতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও সম্প্রদায়ভিত্তিক বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে, যার মধ্যে রয়েছে আন্তঃসংস্থা সমন্বয় বর্ধিতকরণ, ব্যাংকিং ও নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উন্নততর নিয়ন্ত্রণমূলক ও তদারকি কাঠামো, বিভিন্ন স্তরে জাতীয় দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সততা ও স্বচ্ছতা ইউনিট, স্কুলে সততা স্টোর, সরকারি কর্মকর্তাদের গণশুনানির ব্যবস্থা ইত্যাদি।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মচারী এবং ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে দুর্নীতি সম্পর্কিত তদন্ত এবং বিচারের মুখোমুখি করে সমাজে দুর্নীতি দমনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিভিন্ন স্তরে আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে আলোকপাত করতে সরকার সুশীল সমাজ ও মিডিয়াকে অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করছে।

#

রেজাউল/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬০৬

**বিনিয়োগ আকর্ষণে চালু হলো ‘বাংলাদেশ আইটি কানেক্ট -ইউকে ডেস্ক’**

ঢাকা, ২১ জ্যৈষ্ঠ (৪ জুন) :

দেশের আইটি খাতে বিনিয়োগ আকৃষ্ট ও দেশীয় আইটি কোম্পানির সাথে যুক্তরাজ্যের আইটি কোম্পানির ব্যবসায়িক সম্পর্ক বৃদ্ধিতে লন্ডনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে ‘বাংলাদেশ আইটি কানেক্ট-ইউকে ডেস্ক শীর্ষক ভার্চুয়াল ডেস্ক চালু করা হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক গতকাল এ ভার্চুয়াল ডেস্কের উদ্বোধন করেন।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের বন্ধুত্বের ৫০ বছর উপলক্ষে আইসিটি বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) এলআইসিটি প্রকল্প ও লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত ‘বাংলাদেশ আইটি কানেক্ট-ইউকে ডেস্ক’ মূলত বাংলাদেশ-ইউকে বিটুবি আইটি কানেক্টিভিটি হাব, যা দেশের আইটি কোম্পানির সাথে যুক্তরাজ্যের আইটি কোম্পানির ব্যবসায়িক সংযোগ, সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা, যুক্তরাজ্যের বাজার থেকে বিনিয়োগ আনায় ভুমিকা পালন করবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য [bhcl.itconnect.gov.bd](http://bhcl.itconnect.gov.bd/) ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম এর সঞ্চালনায় ‘বাংলাদেশ ও ইউকে অ্যাট ৫০ : ফোরজিং এ ডিজিটাল ইকোনমি পার্টনারশিপ’ শীর্ষক এক আলোচনায় দক্ষিণ এশিয়া এবং যুক্তরাজ্যের বৈদেশিক, কমনওয়েলথ এবং উন্নয়ন অফিসে (এফসিডিও) কমনওয়েলথ প্রতিমন্ত্রী লর্ড আহমদ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, ব্রিটিশ কম্পিউটার সোসাইটির ইন্টারন্যাশনাল ডিরেক্টর স্টিফেন টোয়েড, বেসিস সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবির বক্তব্য দেন।

জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, যুক্তরাজ্য ব্যবসা এবং বিনিয়োগে বাংলাদেশের অন্যতম বড় অংশীদার। পরিবেশ, প্রতিরক্ষাসহ বিভিন্ন খাতে দু’দেশের ব্যবসা এবং বিনিয়োগের প্রসার ঘটছে। এবার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে ব্যবসা এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে চালু করা হলো ‘বাংলাদেশ আইটি কানেক্ট-ইউকে ডেস্ক’ শীর্ষক ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম, যা একদিকে যেমন প্রযুক্তি, বিপিও এবং দু’দেশের ডিজিটাল অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে সহযোগিতা করবে, অন্যদিকে দেশের আইটি খাতে যুক্তরাজ্যের বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।

তিনি বলেন, গত এক দশকে দ্রুত ডিজিটালাইজেশনের ফলে বাংলাদেশের প্রায় ৯৯ শতাংশ এলাকা মোবাইল ফোন কভারেজের আওতায় এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ১১ কোটি ১৩ লাখের বেশি। উচ্চগতির ইন্টারনেট সুবিধা পাওয়ার ফলে আউটসোর্সিং, ই-কমার্স, এফ-কমার্সের এবং ই-গভর্নমেন্ট কাযর্ক্রম বিস্তৃত হয়েছে। দেশীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, স্টার্টআপ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত চ্যাটবট, কনট্যাক্ট ট্রেসার, মোবাইল অ্যাপস, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস, ডিজিটাল কনটেন্ট, ডিজিটাল কমার্স করোনা মহামারিতে মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ করেছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাড়ি বসে কাজ করা থেকে কৃষি সরবরাহ সচল রাখার ফলে করোনা মহামারির সময়েও ৫ দশমিক ২ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ এবং যুক্তরাজ্যের বন্ধুত্বের ৫০ বছর উদযাপন উপলক্ষে দু’দেশের মধ্যে উদ্ভাবন এবং আইসিটি খাতে ব্যবসায়িক সহযোগিতা শক্তিশালী করার মাধ্যমে ডিজিটাল অর্থনীতিতে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলায় দু’দেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পরামর্শ দেন।

তিনি বলেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি ইনস্টিটিউটসহ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে গবেষণা এবং উন্নয়ন, উদ্ভাবন, জ্ঞানের আদান-প্রদান, প্রযুক্তি হস্তান্তরে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে চাই। একই সাথে যৌথ প্রকল্প গ্রহণ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, টেক সামিট ও প্রদর্শনীরও আয়োজন করতে চাই।

পরে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অভ্‌ কল সেন্টার এন্ড আউটসোর্সিং (বিএসিসিও) এর সভাপতি ওয়াহিদুর রহমান শরীফের সঞ্চালনায় ‘ইজ বাংলাদেশ ইউকে’স নেক্সট আউটসোর্সিং পার্টনার’ ও পাথফাইন্ডার এবং ইনফিনিটি টেক এর চেয়ারম্যান ইফতি ইসলাম এর সঞ্চালনায় ‘টেক স্টার্টআপস বাংলাদেশ-দ্য নেক্সট ইউনিকর্ন’ শীর্ষক দুটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে দুই দেশের প্রযুক্তি খাতের ব্যবসায়ী ও নেতৃবৃন্দ বক্তব্য দেন।

#

শহিদুল/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬০৫

**কোভিড**-**১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২১ জ্যৈষ্ঠ (৪ জুন) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৮ হাজার ১৫১ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৮৮৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৮ লাখ ৭ হাজার ৮৬৭ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৪জন-সহ এ পর্যন্ত ১২ হাজার ৭৫৮ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭ লাখ ৪৭ হাজার ৭৫৮ জন।

#

হাবিবুর/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬০৪

**বিএনপি’র বাজেট প্রতিক্রিয়া কাকাতুয়ার শেখানো বুলির মতো**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ জ্যৈষ্ঠ (৪ জুন) :

‘বিএনপিসহ কিছু ব্যক্তি ও সংগঠনের বাজেট প্রতিক্রিয়া কাকাতুয়ার শেখানো বুলির মতো’ উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, বিগত ক’বছরের সংবাদপত্র ঘাঁটলেই দেখা যাবে, প্রতি বছর বাজেটের পর তারা একই মন্তব্য করে আসছেন।

আজ রাজধানীর মিন্টু রোডে সরকারি বাসভবনে আগামী অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন। এসময় বিভিন্ন দেশের বাজেটের সাথে তুলনামূলক চিত্রে দেশের বাজেটকে তুলে ধরেন তিনি।

‘সিপিডি এবং কেউ কেউ বাজেটে ঘাটতির কথা তুলে একে দুর্বল বলেছে’, এর জবাবে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহ্‌মুদ বিশ্বের অন্য দেশগুলোর উদাহরণ দিয়ে বলেন, গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে জিডিপির তুলনায় বাজেট ঘাটতি ছিলো ১৫ দশমিক ২ ভাগ, যুক্তরাজ্যে ১৪ দশমিক ৩ ভাগ, জাপানে ১২ দশমিক ৬২ ভাগ, প্রতিবেশী দেশ ভারতে ৯ দশমিক ৩ ভাগ, আর সেখানে বাংলাদেশে এই ঘাটতি মাত্র ৬ দশমিক ২ ভাগ।

করোনার মধ্যেও বাংলাদেশ যে এগিয়ে গেছে তার প্রমাণ, দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় যেমন ভারতকে ছাড়িয়ে ২ হাজার ২২৭ ডলারে দাঁড়িয়েছে, সেইসাথে শ্রীলংকাকে ২৫০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়ে বাংলাদেশ এখন ঋণদাতা দেশে পরিণত হয়েছে বলেন মন্ত্রী।

‘২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের দেয়া বাজেট ছিলো ৮৮ হাজার কোটি টাকা আর এবারের প্রস্তাবিত ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকার বাজেট সেই তুলনায় ৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা গত সাড়ে ১২ বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের অভূতপূর্ব অগ্রগতির নজির’ উল্লেখ করেন ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

‘বাজেটে সাধারণ মানুষের জন্য কিছু নেই’ বিএনপি মহাসচিবের এ মন্তব্য খণ্ডন করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, বাজেটে সাধারণ মানুষের জন্য পরিবহন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসৃজনকে যেমন সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তেমনি বাজেটের ৫ ভাগ বরাদ্দ সামাজিক নিরাপত্তা খাতে রাখা হয়েছে, যা ভারতে ৩ দশমিক ১ ভাগ এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে গড় বরাদ্দ ৩ দশমিক ৪৮ ভাগ মাত্র।

#

আকরাম/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৭২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬০৩

**প্রান্তিক কৃষকের কাছে প্রণোদনার সুফল পৌঁছে দিতে হবে**

**-খাদ্যমন্ত্রী**

ময়মনসিংহ, ২১ জ্যৈষ্ঠ (৪ জুন) :

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন,সরকারের যুগোপযোগী পরিকল্পনার কারনে কৃষক ফসলের নায্যমূল্য পাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষকের জন্য বিভিন্ন প্রণোদনা দিচ্ছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রান্তিক কৃষকের কাছে প্রণোদনার সুফল পৌঁছে দিতে হবে।

তিনি আজ ময়মনসিংহের সিএসডিতে নির্মিত অফিসভবন উদ্বোধন এবং চলমান ধান ও চাল সংগ্রহ অভিযান নিয়ে আয়োজিত মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, দেশে এবছর পর্যাপ্ত ফসল উৎপাদিত হয়েছে। কৃষকের ফসলের নায্যমূল্য নিশ্চিত করতে প্রান্তিক কৃষকের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করতে হবে। দেশে এই মূহুর্তে প্রায় ১০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুদ রয়েছে। মজুদের পরিমান বাড়াতে মন্ত্রী চলমান অভিযান জোরদার করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করছে। অসাধুচক্র খাদ্যশস্য মজুদের চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। এসময় তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান।

খাদ্য অধিদপ্তেরর মহাপরিচালক শেখ মুজিবুর রহমান এর সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, জেলা প্রসাশক মোহাম্মদ এনামুল হক, পুলিশ সুপার মোহা. আহমার উজ্জামান, জেলা পরিষদের প্রসাশক ইউসুফ খান পাঠান ও স্থানীয় আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

এর আগে খাদ্যমন্ত্রী সিএসডির আধুনিক স্টিল সাইলো নির্মাণ প্রকল্পে অগ্রগতি পরিদর্শন করেন।

#

কামাল/শাহ আলম/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১৬২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬০২

**ইথিওপিয়ার রাষ্ট্রপতির নিকট বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র পেশ**

ঢাকা, ২১ জ্যৈষ্ঠ (৪ জুন) :

ইথিওপিয়ায় নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মোঃ নজরুল ইসলাম ইথিওপিয়ার রাষ্ট্রপতি সাহলে ওয়ার্ক জেভেদের নিকট পরিচয়পত্র পেশ করেছেন। পরিচয়পত্র পেশকালে রাষ্ট্রদূত ইথিওপিয়ার সরকার ও জনগনের জন্য বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শুভেচ্ছা পৌছে দেন। তিনি ইথিওপিয়া এবং বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বর্তমান সরকারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মুজিব শতবর্ষ উদযাপন ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরেন।

ইথিওপিয়ার রাষ্ট্রপতি বর্তমান সরকারের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নতির প্রশংসা করেন এবং অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা থেকে ইথিওপিয়া শিক্ষা নিতে পারে বলে অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের ইথিওপিয়ার বিশেষায়িত অঞ্চলসমূহের বিশেষ সুবিধার সুযোগ নিয়ে বিনিয়োগের আহবান জানান।

#

শাহ আলম/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১৪০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬০১

**এস্তোনিয়ার রাষ্ট্রপতির কাছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র পেশ**

ঢাকা, ২১ জ্যৈষ্ঠ (৪ জুন) :

এস্তোনিয়ায় বাংলাদেশের নবনিযুক্ত অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত এম. আল্লামা সিদ্দীকী এস্তোনিয়ার রাষ্ট্রপতি ক্রেস্টি কালজুলাইড-এর কাছে তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করেছেন। গতকাল তাল্লিনে অবস্থিত প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে আয়োজিত এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করেন।

এ সময় রাষ্ট্রদূত এস্তোনিয়ার রাষ্ট্রপতিকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন। বাংলাদেশ ও এস্তোনিয়ার মধ্যে বিদ্যমান চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত পারস্পরিক সহযোগিতার নতুনক্ষেত্র চিহ্নিতকরণে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো জোরদার করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। তিনি বাংলাদেশের উন্নয়ন বিশেষত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সূচকে ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে দুদেশের সম্ভাবনাময় তথ্য-প্রযুক্তি, পোশাকশিল্প, পর্যটন, শিক্ষা, সংস্কৃতিসহ অন্যান্যখাত সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। তিনি বাংলাদেশে অবস্থানরত মিয়ানমারের নাগরিকদের স্বদেশে ফেরত নেয়ার বিষয়ে এস্তোনিয়া সরকারের সহযোগিতাও কামনা করেন।

এস্তোনিয়ার রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে তাঁর দায়িত্বপালনে সর্বাত্নক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

#

জামান/শাহ আলম/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১৪০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬০০

**বিশ্ব পরিবেশ দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২১ জ্যৈষ্ঠ (৪ জুন) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশদিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“পরিবেশ-সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকাগ্রহণ ও সচেতনতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি প্রতিবছর ৫ই জুন ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস’ হিসেবে পালন করে। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য ‘Ecosystem Restoration’ অনুযায়ী আমাদের জাতীয় প্রতিপাদ্য ‘প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার, হোক সবার অঙ্গীকার’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজে, দলীয়ভাবে এবং সরকারি উদ্যোগে দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসুচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছিলেন। স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতা কক্সবাজার সমুদ্র উপকূল রক্ষাকারী ঝাউবেষ্টনী সৃষ্টি করেছিলেন। পরিবেশবিপর্যয়ের কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে জানমালের সুরক্ষা দিতে বেড়িবাঁধ, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ও মুজিবকিল্লা নির্মাণ করেছিলেন এবং স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন বাংলাদেশ কৃষকলীগ ১৯৮৫ সাল থেকে প্রতিবছর আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র এই তিনমাস সমগ্র দেশে ফলজ, বনজ ও ভেষজ এ তিনপ্রজাতির গাছ লাগানোর কর্মসূচি অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করছে।

উন্নত দেশগুলোর লাগামহীন উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা ও শিল্পায়নের কারণে বৈশ্বিক তাপমাত্রার ক্রমাগত বৃদ্ধি জলবায়ু-পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করছে। জলবায়ু-পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর একটিতে পরিণত হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে জলবায়ু-পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ-মোকাবিলায় সহিষ্ণুজাত উদ্ভাবনের জন্য গবেষণায় প্রথমবারের মতো বরাদ্দ দিয়েছিল। আমাদের সরকারের উদ্যোগে গত ১২ বছরে বৈরী পরিবেশে সহনশীল বিভিন্ন ফসলের মোট ১০৯টি উন্নত/উচ্চ উৎপাদনীল জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। ২০০৯ সালে নিজস্ব সম্পদ থেকে আমরা ৪৫০ মিলিয়ন ডলারের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছি। আমরা ২০১২ সালের ২১ এপ্রিল Intergovernmental Seience Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)-এর সদস্যপদ লাভ করেছি এবং সংস্থাটির প্রাধিকার অনুযায়ী বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ ও প্রাণী-সংরক্ষণে কাজ করে যাচ্ছি। জলবায়ু-পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় সফলতার স্বীকৃতিস্বরুপ আমি জাতিসংঘ কর্তৃক ২০১৫ সালে ‘চ্যাম্পিয়ান অভ্ দ্য আর্থ’ সম্মাননা পেয়েছি, যা আমি দেশবাসীকে উৎসর্গ করেছি। আমরা ‘জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮’ এবং ‘ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপনা (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৯’ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। ২০১৯ সালের নভেম্বরে জাতীয় সংসদে ‘Planetary Emergency' নামে একটি Motion গ্রহণ করেছি। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে ‘গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপ্টেশন’-এর দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক অফিস ঢাকায় স্থাপন করেছি। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি ঘোষিত বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ দশকে (২০২১-২০৩০) আমরা জীববৈচিত্র্য-সংরক্ষণের ওপর মনোনিবেশ করেছি। আমরা জাতীয় সৌরশক্তি কর্মপরিকল্পনার (২০২১-২০৪১) বাস্তবায়ন শুরু করেছি। পরিবেশ-সংরক্ষণে আমাদের সরকারের সফলতার কারণে ‘পরিবেশ কূটনীতিতে’ বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের নেতৃত্ব প্রশংসিত হচ্ছে। আমরা পরিবেশ বিপর্যয়ে সংকটাপন্ন দেশগুলোর স্বার্থ-সুরক্ষায় ‘ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম (সিভিএফ)’ এবং ‘ভালনারেবল-২০ এর অর্থমন্ত্রীদের জোট-এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। আমরা জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা তৈরি করছি। জলবায়ুর-পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি কমিয়ে টেকসই উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে ‘বাংলাদেশ-ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০’ বাস্তবায়ন করছি। আমরা জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যেই ১ কোটি গাছের চারা রোপণ করেছি।

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ করোনাভাইরাসের কারণে মানবজাতি ও অর্থনীতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও প্রকৃতি যেন কিছুটা প্রাণ ফিরে পেয়েছে। সারাবিশ্ব একসঙ্গে ‘লকডাউন’ হওয়ার ফলে পরিবেশ দূষণ কমেছে, পৃথিবী একটি গাঢ় সবুজগ্রহে পরিণত হয়েছে। এই মহামারি থেকে শিক্ষা নিয়ে মানুষ একটি সবুজ-পৃথিবী সৃষ্টিতেই মনোনিবেশ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমরা বাংলাদেশকে মাধ্যম-আয়ের দেশে রূপান্তরিত করেছি; ২০৪১ সালের মধ্যে এদেশকে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত-সমৃদ্ধ ‘সোনার বাংলাদেশ’ হিসেবে গড়ে তুলবো, ইনশাআল্লাহ।

আমি বিশ্ব ‘পরিবেশ দিবস ২০২১’ উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আশরাফ/শাহ আলম/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১৪০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৯৯

**বিশ্ব পরিবেশ দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২১ জ্যৈষ্ঠ (৪ জুন) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৫ জুন ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২১’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“পরিবেশ-সংরক্ষণে জনসচেতনতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২১’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

মানবসভ্যতার অস্তিত্বরক্ষায় প্রতিবেশ-সংরক্ষণ এবং অবক্ষয়িত পরিবেশ পুনরুদ্ধারের কোনো বিকল্প নেই। প্রতিবেশ-ধ্বংসকারী কার্যক্রম যেমন বন-জঙ্গল ধ্বংস করা, বন্যপ্রাণীনিধন এবং বায়ুদূষণসহ অন্যান্য দূষণবৃদ্ধির প্রভাবে জলবায়ু-পরিবর্তনের ফলে আজ মানবজাতির অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রকৃতি, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য-সংরক্ষণ এবং এগুলোর টেকসই ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়ে এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য : Ecosystem Restoration যার ভাবানুবাদ : ‘প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার, হোক সবার অঙ্গীকার’ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

ভৌগোলিক অবস্থানজনিত কারণে বাংলাদেশ বছরের বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়; এর সাথে যুক্ত হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য-সংরক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে ১৮ক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- ‘রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।’ এ অনুচ্ছেদ সন্নিবেশের মাধ্যমে দেশের সর্বোচ্চ আইনে পরিবেশ-সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা ও গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী ক্রমক্ষয়িষ্ণু প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্র্যের অবক্ষয়ের অব্যাহত ধারা-প্রতিরোধে জাতিসংঘ ২০২১-২০৩০ সময়কে 'Decade on Ecosystem Restoration' হিসেবে ঘোষণা করেছে। সরকার জীববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশগুলোকে সংরক্ষিত এলাকা ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণাপূর্বক সেগুলোর প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনায় উন্নয়নকার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সকলক্ষেত্রে যাতে পরিবেশগত টেকসই উন্নয়নকে বিবেচনায় নেয়া হয়, সে লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান-স্থাপনে প্রতিবেশ ও পরিবেশসম্মত বিধিব্যবস্থা-প্রতিপালনের দিকে বিশেষ নজর দেয়া হচ্ছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে কৃষি, শিল্পসহ সকলক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। তবে উন্নয়নকে টেকসই করতে সকলপর্যায়ে পরিবেশ-সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২১’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরানুল/শাহ আলম/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১৪০০ ঘণ্টা